# জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT)
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

# সূচি


| অনুচ্ছেদ | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১. | প্রস্তাবনা | ৫ |
| ২. | শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন | ৫ |
| ৩. | নীতিমালার উদ্দেশ্য | ৫ |
| ৪. | নীতিমালার প্রযোজ্যতা | ৬ |
| ৫. | নীতিমালার প্রাধান্য | ৬ |
| ৬. | নীতিমালার কৌশল | ৬ |
| | **প্রথম অধ্যায়: প্রশিক্ষণের ধরন** | |
| ৭. | প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র/আওতা ও পরিধি | ৭ |
| ৮. | প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ ও মেয়াদ | ৮ |
| | **দ্বিতীয় অধ্যায়: প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ** | |
| ৯. | প্রশিক্ষণার্থী | ১০ |
| ১০. | প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন | ১০ |
| | **তৃতীয় অধ্যায়: প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা** | |
| ১১. | প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপন | ১০ |
| ১২. | বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন | ১০ |
| ১৩. | প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন | ১০ |
| ১৪. | প্রশিক্ষণ পদ্ধতি | ১১ |
| ১৫. | প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুল | ১১ |
| ১৬. | নিপোর্ট অনুষদবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি/উন্নয়ন | ১২ |
| ১৭. | প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুযোগ সুবিধা | ১৩ |
| ১৮. | প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের সুরক্ষা | ১৩ |
| ১৯. | প্রশিক্ষণার্থীদের প্রণোদনা | ১৩ |
| ২০. | প্রশিক্ষকগণের প্রণোদনা | ১৩ |
| ২১. | প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা | ১৩ |
| ২২. | প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা/সমন্বয় কমিটি | ১৩ |
| ২৩. | প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি | ১৪ |
| ২৪. | প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে বাজেট | ১৫ |
| ২৫. | প্রশিক্ষণ ব্যয় | ১৫ |
| ২৬. | প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন | ১৫ |
| ২৭. | প্রশিক্ষণ মনিটরিং এবং সুপারভিশন | ১৬ |
| ২৮. | নিপোর্ট এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি | ১৭ |
| | **চতুর্থ অধ্যায়: বিবিধ** | |
| ২৯. | অন্যান্য স্থানীয় এবং বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন | ১৭ |
| ৩০. | প্রশিক্ষণার্থীদের পালনীয় আচার-আচরণ | ১৮ |
| ৩১. | আবাসিক ব্যবস্থা | ১৮ |
| ৩২. | কারিকুলাম সহযোগী কার্যক্রম | ১৮ |
| ৩৩. | ডেমোনেস্ট্রেশন/সিমুলেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা | ১৮ |
| ৩৪. | অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন ও অংশগ্রহণ | ১৮ |
| ৩৫. | সার্টিফিকেশন ও এ্যাক্রেডিটেশন | ১৯ |
| ৩৬. | প্রচার ও প্রকাশনা | ১৯ |
| ৩৭. | অস্পষ্টতা দূরীকরণ | ১৯ |
| ৩৮. | অন্যান্য বিষয়াদি | ১৯ |
| | নীতিমালায় ব্যবহৃত শব্দ ও সংক্ষেপের পূর্ণরূপ | ২১ |

# জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫

## ১। প্রস্তাবনা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) তথা National Institute of Population Research and Training ((NIPORT) দেশের বৃহত্তর একটি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, যা ১৯৭৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকায় অবস্থিত নিপোর্ট-এর প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (আরপিটিআই) তথা Regional Population Training Institute (RPTI) এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আরটিসি) তথা Regional Training Centre (RTC)-সমূহে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ, অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, দপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থায় কর্মরত ব্যবস্থাপক, অনুষদ, কর্মকর্তা, চিকিৎসহ সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে কর্মরত সেবা প্রদানকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। একই সাথে নিপোর্ট পরিচালিত জাতীয় পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সমীক্ষা ও অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের/সেক্টরের আওতা ও পরিধি অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। সেই সঙ্গে উক্ত সেক্টরে কর্মরত জনবলের জন্য সেক্টরভিত্তিক দক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে দক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের উন্নয়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হচ্ছে প্রশিক্ষণ ও গবেষণা। বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিবর্তিত প্রেক্ষাপট, বিরাজমান বাস্তবতা এবং উচ্চতর জাতীয় আকাঙ্ক্ষাকে বিবেচনায় রেখে 'জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০১৫' এবং 'জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা ২০২৩'-এর নির্দেশনার আলোকে নিপোর্ট-এর জন্য একটি সমন্বিত প্রশিক্ষণ নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের সকল পর্যায়ের জনবলের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নের পাশাপাশি নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনাকেও সুসংবদ্ধ করা সম্ভব হবে।

## ২। শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন

ক) এই নীতিমালা 'জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (NIPORT) প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫' নামে অভিহিত হবে। এর সংক্ষিপ্ত নাম হবে 'নিপোর্ট প্রশিক্ষণ নীতিমালা, ২০২৫'।

খ) এই নীতিমালা অনুমোদনের তারিখ হতে কার্যকর হবে।

## ৩। নীতিমালার উদ্দেশ্য

ক) নিপোর্ট-এর ব্যবস্থাপনা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি কার্যকর, জবাবদিহিমূলক, স্বচ্ছ ও সংবেদনশীল এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা 'স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি' খাতের জনবলের জন্য মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করতে সক্ষম হবে;

খ) গুণগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সকল স্তরের ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, চিকিৎসক, অনুষদ এবং সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা সমৃদ্ধ করা;

গ) প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন, বিষয়বস্তু প্রস্তুতকরণ, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, প্রশিক্ষণ কৌশল সুনির্দিষ্টকরণ;

ঘ) প্রশিক্ষণকে যুগোপযোগী, আকর্ষণীয়, উপভোগ্য ও প্রণোদনামূলক করার লক্ষ্যে নিপোর্ট ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মপরিবেশ ও অনুষদ সদস্যসহ সকল কর্মচারীদের জ্ঞান বৃদ্ধি, দক্ষতা ও মানসিকতার ইতিবাচক পরিবর্তন এবং প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন করা;

ঙ) নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত নিজস্ব রিসোর্স পার্সন ও বহিঃরিসোর্স পার্সনগণের দক্ষতাভিত্তিক মানদন্ড নির্ধারণ;

চ) নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ এবং প্রদেয় সনদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (Accreditation) গ্রহণ।

**৪। নীতিমালার প্রযোজ্যতা**

নিপোর্ট ও এর অধীন আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI), আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারী, প্রশিক্ষণার্থী, প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত বহিঃ প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসনগণের জন্য এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য, নিপোর্ট-এর অধীন প্রতিষ্ঠান নয়, কিন্তু নিপোর্ট-এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচালিত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

**৫। নীতিমালার প্রাধান্য**

এই নীতিমালা প্রণয়নের পূর্বে নিপোর্ট এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে নিপোর্ট কর্তৃক জারিকৃত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কোনো পরিপত্র/অফিস স্মারক/অফিস আদেশ বা অনুরূপ নির্দেশনায় কোনো অংশ এই নীতিমালার সঙ্গে সাংঘর্ষিক হলে এই নীতিমালা প্রাধান্য পাবে।

**৬। নীতিমালার কৌশল**

ক) নিপোর্ট ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও অনুষদ সদস্যদের সক্ষমতা উন্নয়নপূর্বক সকল প্রতিষ্ঠানসমূহকে মানসম্মত ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ আয়োজনে সক্ষম করা;

খ) প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ও পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহের ফলাফল এবং প্রভাব নিয়মিত পর্যালোচনার মাধ্যমে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের প্রশিক্ষণ চাহিদার আলোকে অংশীজনের (stakeholder) চাহিদা, প্রত্যাশা ও মতামত বিবেচনায় নিয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, কর্মসূচি প্রণয়ন ও কারিকুলাম হালনাগাদ করা এবং বাস্তবায়ন করা;

গ) নিপোর্ট অনুষবর্গের জন্য দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা যাতে প্রত্যাশিত জ্ঞান ও দক্ষতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের সকল স্তরের কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক, চিকিৎসকসহ সেবা প্রদানকারীদের জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো যায়;

ঘ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উৎকর্ষ সাধনে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা জোরদার করা এবং অংশীজনের (stakeholder), সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রত্যাশী ও সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ সম্প্রসারণ, কার্যকর সম্পর্ক স্থাপন করা এবং প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বজায় রাখা;

ঙ) নিয়মিত মৌলিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং প্রণীত কারিকুলামভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক উপযুক্ত প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন তৈরি করা ও সৃষ্ট জনবলের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

চ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম নিয়মিত মূল্যায়ন, মনিটরিং, পর্যবেক্ষণ ও সুপারভিশনের লক্ষ্যে উপযুক্ত টুলস (tools) তৈরি এবং প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;

ছ) প্রশিক্ষণ মনিটরিং টিম গঠন এবং টিমের লিখিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

জ)) প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন প্রতিবেদন স্টেকহোল্ডার এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের বরাবর প্রেরণ করা;

ঝ) প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পালনীয় নির্দেশিকা প্রস্তুত করা।

## প্রথম অধ্যায়
## প্রশিক্ষণের ধরন

### ৭। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র/আওতা ও পরিধি

নিপোর্ট ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন করবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনা করতে হবে, তবে তা সম্পূর্ণ (exhaustive) নয় বরং নির্দেশক (indicative) হিসেবে গণ্য হবে:

ক) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরের আওতায় পরিচালিত প্রশাসনিক, মানবসম্পদ ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা

খ) জনসংখ্যা (Demography) পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনা

গ) পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning) সেবা

ঘ) পুষ্টি (Nutrition) সেবা

ঙ) প্রজনন এবং যৌন স্বাস্থ্য সেবা (Reproductive and Sexual Health Service)

চ) মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা (Maternal & Child Health Service)

ছ) কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যসেবা (Adolescent Health Service)

জ) সংক্রামক রোগ ও অসংক্রামক রোগসমূহ (Communicable Diseases and Non-Communicable Diseases)

ঝ) মানসিক স্বাস্থ্যসেবা (Mental Health Service)

ঞ) কাউন্সেলিং (Counselling),

ট) জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য (Climate Change and Health)

ঠ) Knowledge Management

ড) Pedagogy (শিক্ষাবিজ্ঞান/শিক্ষাদান)

ঢ) প্রকল্প/ কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা (Project/Program Management),

ণ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা ও সুরক্ষা (Health Care and Protection of Persons with Disabilities)

ত) প্রবীণ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য সেবা (Elderly health care)

থ) সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী শক্তির উন্মেষ (Unveil creative and innovative energy)

দ) পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও গবেষণা (Monitoring, Evaluation and Research)

ধ) বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আবির্ভূত ও নব-আবির্ভূত রোগ (Emerging diseases in global context)

ন) Need-based Training of Development Partners and Prospective Organizations

প) বৈচিত্র্যতার জন্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা/ নৈপুণ্য

ফ) Soft Skills

ব) জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট তথ্য ও প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা

১০৪

## ৮। প্রশিক্ষণের প্রকারভেদ ও মেয়াদ

নিপোর্ট ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মেয়াদ অনুসারে নিম্নবর্ণিত স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ, মধ্যমেয়াদী প্রশিক্ষণ/কোর্স এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ/কোর্স পরিচালনা করা হবে। তবে প্রয়োজনে সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণ প্রকারের তালিকা হালনাগাদ করা যাবে। স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ হবে চার সপ্তাহ মেয়াদী প্রশিক্ষণ। মধ্যমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স হবে চার সপ্তাহের উর্ধ্ব থেকে তিন মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ/কোর্স। দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ/কোর্স হবে তিন মাসের অধিক মেয়াদী প্রশিক্ষণ/কোর্স।

### ক) স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ (চার সপ্তাহ পর্যন্ত মেয়াদী প্রশিক্ষণ)

১) **কার্য-বিষয়ক প্রশিক্ষণ (Job Training)**: চাকরী প্রাপ্তির পরে কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারী/কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে তার নিজস্ব পরিবেশে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ দিন হতে ২৯ দিন।

২) **ব্যবস্থাপকীয় প্রশিক্ষণ**: বর্তমান ও ভবিষ্যতে ব্যবস্থাপনা কর্মসম্পাদন উন্নয়নে জ্ঞানদান, মনোভাবের পরিবর্তন অথবা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। কার্যকরী ব্যবস্থাপনা নেতৃত্ব তৈরি করা এই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য । প্রশিক্ষণের মেয়াদ হবে ০৫ দিন হতে ২৯ দিন।

৩) **বিভাগীয় প্রশিক্ষণ/পদপরিবর্তন প্রশিক্ষণ**: পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারী/কর্মচারীকে উক্ত পদের কাজে দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান অর্জনের জন্য এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ দিন হতে ১৫ দিন।

৪) **দলের প্রশিক্ষণ**: কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারি/কর্মচারীদের সমস্যা সমাধান এবং দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ হতে ১০ দিন।

৫) **Soft Skills প্রশিক্ষণ**: সেবাগ্রহীতা ও অন্যকর্মীদের সাথে অনুকূল সম্পর্ক তৈরির উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা/সেবা প্রদানকারী/কর্মচারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশ, সামাজিক আচরণ, যোগাযোগ, ব্যক্তিগত অভ্যাস ইত্যাদি সম্পর্কে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় তা হলো Soft Skills **প্রশিক্ষণ**। যৌন হয়রানি, জেন্ডার এবং নৈতিকতা বিষয়ও এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ হতে ১০ দিন।

৬) **ওরিয়েন্টেশন**: নবনিযুক্ত কর্মকর্তা/চিকিৎসক/সেবা প্রদানকারী/কর্মচারীদেরকে কর্ম উদ্বিগ্নতা হ্রাসের জন্য প্রতিষ্ঠানের কার্যনীতি, পদ্ধতি, কর্মী নীতি, নিয়মকানুন তথা আইন, বিধিমালা, দর্শন, বিভিন্ন কর্মসূচি, পরিকল্পনা অবহিত করা হয় ওরিয়েন্টেশন-এর মাধ্যমে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ হতে ১৫ দিন।

৭) **পুনঃপ্রশিক্ষণ**: কর্মরত কর্মকর্তা, সেবা প্রদানকারী, কর্মচারীর দায়িত্বকালীন সময় নির্দিষ্ট বিরতিতে চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে তার জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাবের/দৃষ্টিভঙ্গীর ঘাটতি পূরণের জন্য পুনঃপ্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ হতে ১০ দিন।

৮) **প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ (TOT)**: একজন প্রশিক্ষককে দক্ষ প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করার জন্য প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করা হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০৫ হতে ১০ দিন।

৯) **দাপ্তরিক (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ**: দপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারীগণের দক্ষতা, কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি এবং দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে দাপ্তরিক (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাৎসরিক ৬০ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ, পরিচিতিমূলক প্রশিক্ষণ এবং সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ এর আওতাভুক্ত। তবে এর বাইরেও সময়ে সময়ে দাপ্তরিক (ইন-হাউজ) প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যাবে।

**বাৎসরিক ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ:** নিপোর্ট প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীর জন্য প্রতি মাসে ন্যূনতম ৫ ঘন্টা হিসাবে প্রতি অর্থবছরের নূন্যতম ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।

**সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণ:** নিয়মিত দাপ্তরিক কাদের সাথে সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা হালনাগাদ করন এবং সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। নিপোর্ট বছরে একবার প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীর জন্য দেশের অভ্যন্তরে যে কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে/উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে। সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৫ দিন (ভ্রমণ সময় ব্যতীত) এবং এর মেয়াদ বাৎসরিক ৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১০) **স্বল্প মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স:** মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, সেবা প্রদানকারীর প্রয়োজনে এই কোর্স পরিচালিত হবে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন এবং শর্ত সাপেক্ষে সহযোগী/প্রত্যাশি সংস্থার অর্থায়নে বেসরকারি প্রশিক্ষণার্থীদের জন্যও এই কোর্স পরিচালনা করা হবে।

১১) **বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ:** সময় সময় জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাহিদার প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, সেবা প্রদানকারীদের জন্য এই প্রশিক্ষণটি আয়োজন করা হবে।

**খ) মধ্যমেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্স (চার সপ্তাহের উর্ধ্ব থেকে তিন মাস পর্যন্ত মেয়াদী কোর্স):**

১) **বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ:** বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ একজন কর্মকর্তাকে চাকুরীর বিধিবিধান সম্পর্কে অবগতকরণপূর্বক অফিস পরিচালনাসহ অন্যান্য কাজে সুদক্ষ করে তোলে। বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির অপরিহার্য অনুষঙ্গ। প্রশিক্ষণটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন ক্যাডার বহির্ভূত নবম গ্রেডভুক্ত অথবা তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ প্রাপ্ত হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০২ মাস।

২) **মৌলিক প্রশিক্ষণ:** মৌলিক প্রশিক্ষণ হলো সেই প্রশিক্ষণ যা চাকরীতে প্রথম যোগদানের পর প্রদান করা হয়। মৌলিক প্রশিক্ষণটি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন নব যোগদানকৃত পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA)-দের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ০২ মাস।

**গ) দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণ/কোর্স (তিন মাসের উর্ধ্ব থেকে বারো মাস পর্যন্ত মেয়াদি প্রশিক্ষণ/কোর্স):**

১) **মৌলিক প্রশিক্ষণ:** মৌলিক প্রশিক্ষণ হলো সেই প্রশিক্ষণ যা চাকরীতে যোগদানের পূর্বে প্রদান করা হয়। মৌলিক প্রশিক্ষণটি পরিবার পরিকল্পনা অধীদপ্তরাধীন নবনির্বাচিত পরিবার কল্যাণ পরিদর্শীকা (FWV)-দের প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১৮ মাস। প্রশিক্ষণে উত্তীর্ণগণ পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) পদে যোগদান করেন। প্রয়োজনে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

২) **দীর্ঘ মেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন ডিপ্লোমা/সার্টিফিকেট কোর্স:** মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত ব্যবস্থাপক, চিকিৎসক, সেবা প্রদানকারীদের প্রয়োজনে কোর্স পরিচালিত হবে। কোর্সের মেয়াদ ০৬ হতে ১২ মাস।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

**৯। প্রশিক্ষণার্থী**

ক) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভাগ, অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, দপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহে কর্মরত সকল স্তরের ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তা, অনুষদ, চিকিৎসক, সেবা প্রদানকারী এবং কর্মচারী।

খ) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশি সংস্থা, দেশি-আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা, সরকারি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, অনুষদ, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী।

গ) সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর ও দপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী।

ঘ) সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, ইনস্টিটিউটের অনুষদ।

**১০। প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন**

নিপোর্ট ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের কল-আপের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, দপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থাসমূহ পত্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রদান করবেন। তবে উল্লেখ্য, অনুমতি ব্যতিত কোনো প্রশিক্ষণার্থী সরাসরি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

## তৃতীয় অধ্যায়
## প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা

**১১। প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ**

স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের জনবলের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়নের লক্ষ্যে সময়ে সময়ে প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণের ব্যবস্থা করতে হবে।

**১২। বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন**

নিপোর্ট ও এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের প্রশিক্ষণ চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। এই পরিকল্পনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে-

ক) প্রশিক্ষণের ধরন ও ক্ষেত্র নির্ধারণ;
খ) প্রশিক্ষণার্থী চিহ্নিতকরণ ও সংখ্যা নির্ধারণ;
গ) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৈরি;
ঘ) উপযুক্ত প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন নির্বাচন এবং
ঙ) প্রশিক্ষণ ব্যয় নির্বাহের জন্য বাজেট প্রণয়ন।

**১৩। প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন**

ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচির ক্ষেত্রে একটি নির্ধারিত মান বজায় রাখার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে;

খ) প্রশিক্ষণ কারিকুলামে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, রূপরেখা/পাঠ্যসূচি, অধিবেশনসূচি, প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন-এর তালিকা, প্রশিক্ষণের প্রত্যাশিত ফলাফল, প্রশিক্ষণ পরিবীক্ষণ কৌশল এবং

প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতিসহ কাঠামো, পরিবীক্ষণ কৌশল এবং প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন পদ্ধতিসহ আবশ্যক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভাগ, অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট, মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, দপ্তর, পরিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি কর্মসূচির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আলোকে প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ (TNA) করে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে;

ঘ) প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়নে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পদ্ধতি নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রস্তুত, প্রশিক্ষণ সহায়ক সরঞ্জাম সংগ্রহ, প্রাসঙ্গিক অডিও-ভিজ্যুয়াল কনটেন্ট প্রস্তুত ও এর প্রয়োগ/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

ঙ) প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রণয়ন/হালনাগাদকরণে নিপোর্ট-এর অনুষদবর্গ, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের বিশেষজ্ঞ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট, দপ্তর, পরিদপ্তর, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, জাতীয় প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের শিক্ষক, আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে কারিকুলাম প্রণয়নে কর্মশালা আয়োজন, কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা এবং গবেষণা পরিচালনা করতে হবে;

চ) প্রশিক্ষণ কারিকুলামের বিষয় নির্ধারণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও রূপকল্পের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বিবেচনায় নিতে হবে;

ছ) প্রশিক্ষণ চাহিদা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে প্রণীত প্রশিক্ষণ কারিকুলাম/মডিউলসমূহ যুগোপযোপী করার প্রয়োজনে সময় সময়ে পরিবর্তন, পরিমার্জন/সংশোধন-এর মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। প্রশিক্ষণ কারিকুলামসমূহ (নতুন ও হালনাগাদ) চূড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে কারিকুলামভিত্তিক 'প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ' ও টেস্ট-রান-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী, রিসোর্স পারসন, নিপোর্ট-এর অনুষদ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের মতামত বিবেচনায় নিতে হবে;

১৪। **প্রশিক্ষণ পদ্ধতি**

ক) প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বক্তৃতা পদ্ধতির পাশাপাশি অংশগ্রহণমূলক ও মিথস্ক্রিয়া নির্ভর পদ্ধতির উপর জোর দিতে হবে;

খ) প্রশিক্ষণ প্রদানে তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি প্রায়োগিক দিকের উপর গুরুত্ব দিতে হবে;

গ) প্রশিক্ষণার্থীদের আগ্রহ উদ্দীপিত করার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ সহায়ক সামগ্রী ব্যবহার করতে হবে।

১৫। **প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুল**

ক) প্রধান কার্যালয়সহ নিপোর্ট-এর আওতাধীন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুল গঠন করতে হবে।

খ) প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুলে অন্তর্ভুক্তির জন্য বিবেচ্য ব্যক্তি:

১) নিপোর্ট ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত অনুষদবর্গ;

২) স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টরে কর্মরত বিষয়ভিত্তিক অভিজ্ঞ কর্মকর্তা এবং বিশেষজ্ঞগণ;

৩) নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কারিকুলামসমূহ প্রণয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের উন্নয়ন সহযোগী/প্রত্যাশী সংস্থা এবং বেসরকারি দপ্তরের বিশেষজ্ঞগণ;

৪) দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং অন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউটে কর্মরত শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞগণ।

গ) প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুলে অন্তর্ভূক্তির জন্য প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন হিসেবে নির্বাচনে বিবেচ্য যোগ্যতা/বৈশিষ্ট্যঃ

১) শিক্ষা জীবনের ফলাফল;
২) উচ্চ শিক্ষা রেকর্ড;
৩) পেশাগত সফলতা;
৪) প্রশিক্ষণের প্রতি আগ্রহ;
৫) চাকরী জীবনের সুনাম;
৬) প্রশিক্ষণের মৌলিক ধারণাসমূহ, এবং
৭) প্রয়োগের দক্ষতা।

ঘ) প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুলের সদস্যগণকে 'প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT)', 'Competency Based Training (CBT)' এবং 'মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণ পরিবর্তন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে;

ঙ) কর্মজীবনে দন্ডপ্রাপ্ত এবং শিক্ষাজীবনের কোনো পর্যায়ে তৃতীয় বিভাগ প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিকে প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুলের জন্য বা রিসোর্স পারসন হিসেবে বিবেচনা করা হবে না;

চ) প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন পুলের রেকর্ড প্রতি ৬ মাস অন্তর নবায়ন করতে হবে।

**১৬। নিপোর্ট-এর অনুষদবর্গের সক্ষমতা বৃদ্ধি/উন্নয়ন**

ক) নিপোর্ট-এর অনুষদবর্গের (প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ) জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালন ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়/ইনস্টিটিউট এ স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদি কোর্স এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

খ) নিপোর্ট-এর অনুষদগবর্গের (প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ) জন্য স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত, সরকার প্রণীত সংশ্লিষ্ট আইন, বিধিবিধান, নীতিমালা সম্পর্কিত তথ্য অবহিতকরণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে সেমিনার এবং কর্মশালার আয়োজন করা হবে;

গ) নিপোর্ট-এর অনুষদগবর্গের (প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ) জন্য সময় সময়ে কারিকুলামভিত্তিক 'প্রশিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ (TOT)' 'Competency Based Training (CBT)' এবং 'মনস্তাত্ত্বিক ও আচরণ পরিবর্তন' বিষয়ে আভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ প্রদানকারী ইনস্টিটিউট/প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ-এর সাথে Memorandum of Understanding (MoU) বা Letter of Collaboration (LoC)-এর মাধ্যমে পারস্পারিক চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থী/প্রশিক্ষক আদান-প্রদান এবং স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

ঙ) নিপোর্ট-এর অনুষদগবর্গের (প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ) কর্মকৃতি নিরূপণের ক্ষেত্রে পরিচালিত প্রশিক্ষণ অধিবেশনের সংখ্যা ও মূল্যায়ন ফলাফল, মানসম্পন্ন গবেষণাকর্মের সংখ্যা এবং খ্যাতিসম্পন্ন পেশাদার সাময়িকীতে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা, প্রভৃতির উপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

## ১৭। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সুযোগ সুবিধা

প্রশিক্ষণার্থীরা সরকার নির্ধারিত হারে দৈনিক ভাতাসহ প্রশিক্ষণের জন্য প্রযোজ্য অন্যান্য ভাতা প্রাপ্য হবে।

## ১৮। প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থীদের সুরক্ষা

নিপোর্ট ও এর অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থী নির্দিষ্ট অবকাঠামোতে যেন সহজে প্রবেশ করতে পারে, কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়া চলাফেরা করতে পারে, প্রশিক্ষণ কক্ষ সহজে খুঁজে পেতে পারে, নিরাপদে অবকাঠামো থেকে বের হতে পারে সেজন্য সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাসহ প্রতিটি প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রতিবন্ধিতার ধরন অনুযায়ী বসার ব্যবস্থা করতে হবে।

## ১৯। প্রশিক্ষণার্থীদের প্রণোদনা

মৌলিক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে মূল্যায়নপূর্বক শীর্ষস্থান অধিকারীগণকে স্বীকৃতি সনদ, ক্রেস্ট এবং আর্থিক প্রণোদনা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

## ২০। প্রশিক্ষকগণের প্রণোদনা

নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসনগণকে গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহিত করার জন্য তথা প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে আকর্ষণীয় ও উৎসাহমূলক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে পর্যাদাপদক প্রদান করতে হবে।

## ২১। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা

ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান উন্নয়নে গবেষণা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ চাহিদা, প্রশিক্ষণের ইমপ্যাক্ট, প্রশিক্ষণের আউটকামস, প্রশিক্ষণসূচি, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ-উত্তর উপযোগিতা হবে গবেষণার মুখ্য বিষয়।

খ) নিপোর্ট-এর অনুষদ সদস্যদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা/প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হতে হবে এবং তা তাদের স্বাভাবিক পেশাগত দায়িত্বের অনুষঙ্গ হবে;

গ) নিপোর্ট অনুষদসদস্যবর্গ কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা কার্যক্রমের জন্য তহবিল বরাদ্দ করবে। এছাড়াও নিপোর্ট স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগকে অবহিত রেখে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রমে দেশীয়, আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট হতে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির অনুসন্ধান করতে পারবে। বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণকারী মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হবে।

## ২২। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা/সমন্বয় কমিটি

নিপোর্ট পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

| ক্রম. নং | পদ নাম ও প্রতিষ্ঠান | কমিটিতে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১. | পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সভাপতি |
| ২. | উপপরিচালক (প্রশাসন), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৩. | সংশ্লিষ্ট অপারেশনাল প্ল্যান/প্রকল্প-এর প্রোগ্রাম ম্যানেজার (যদি থাকে) | সদস্য |
| ৪. | উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, নিপোর্ট-০২ জন (নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যতিত) | সদস্য |

| | | |
|---|---|---|
| | সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ এবং ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৫. | প্রতিনিধি, আঞ্চলিক জনসংখ্যা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (RPTI)-০১ জন | সদস্য |
| ৬. | প্রতিনিধি, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC)-০২ জন | সদস্য |
| ৭. | আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৮. | উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ/ক্লিনিক্যাল), নিপোর্ট | সদস্য সচিব |
| ৯. | | |

**কমিটির কার্যপরিধি:**

(১) কমিটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে;

(২) কমিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমন্বয় করবে;

(৩) কমিটি প্রয়োজনে কোর্স/প্রশিক্ষণভিত্তিক কোর্স পরিচালক ও সমন্বয়ক নির্ধারণ করবে;

(৪) কমিটি প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও যৌথ প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং নির্বাহী কমিটিতে উহা দাখিল করবে;

(৫) কমিটি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সময় সময় আন্তনিরীক্ষা করবে;

(৬) কমিটি প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনে প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা পরিমার্জন ও সংশোধনের প্রস্তাব উপস্থাপন করবে;

(৭) কমিটি প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণ (TNA) এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গবেষণার মতামত/পরামর্শ প্রদান করবে;

(৮) কমিটি প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন  পুল গঠনে মতামত/পরামর্শ প্রদান করবে;

(৯) সাচিবিক সহায়তা প্রদানের জন্য নিপোর্ট-এর ০১ জন প্রশিক্ষককে কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত করা যাবে।

২৩। **প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি**

নিপোর্ট পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে একটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি  থাকবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ হবে:

| ক্রম. নং | পদ নাম ও প্রতিষ্ঠান | কমিটিতে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১. | মহাপরিচালক, নিপোর্ট | সভাপতি |
| ২. | পরিচালক (প্রশাসন), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৩. | সংশ্লিষ্ট অপারেশনাল প্ল্যান-এর লাইন ডাইরেক্টর/প্রকল্প পরিচালক (যদি থাকে), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৪. | কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, নিপোর্ট | সদস্য |
| ৫. | উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৬. | উপপরিচালক (ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৭. | উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, নিপোর্ট-০২ জন (মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত) | সদস্য |
| ৮. | অডিও-ভিজুয়াল স্পেশালিস্ট, নিপোর্ট | সদস্য |
| ৯. | আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য |
| ১০. | পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য সচিব |

## কমিটির কার্যপরিধি:

(১) কমিটি বছরে অন্তত তিনবার প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন অগ্রগতি, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়াম কার্যক্রম পর্যালোচনা, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত, প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নির্দেশনা প্রদান করবে;

(২) কমিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও মনিটরিং-এর লক্ষ্যে টিম গঠন বা কর্মকর্তাভিত্তিক দায়িত্ব প্রদান করবে;

(৩) কমিটি সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশনের লক্ষ্যে সুপারিশ বা মতামত প্রদান করবে;

(৪) কমিটি স্টেকহোল্ডার, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, ইনস্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয়, দেশি-বিদেশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, প্রত্যাশী ও সহযোগী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের সাথে আন্তঃসংযোগ সম্প্রসারণে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

(৫) কমিটি বার্ষিক প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে, যা কমিটির সভাপতি 'নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা' শীর্ষক কমিটি-এর সভায় উপস্থাপন করবে।

## ২৪। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে বাজেট

নিপোর্ট পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে 'প্রশিক্ষণ বাজেট' থাকবে, যার আওতায় নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকবে:

ক) নিপোর্ট-**এর** অনুকূলে সরকার কর্তৃক পরিচালন ও উন্নয়ন খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট;

গ) জাতীয়-আন্তর্জাতিক সহযোগী ও প্রত্যাশী সংস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট হতে প্রাপ্ত অর্থ।

## ২৫। প্রশিক্ষণ ব্যয়

ক) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ এবং অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত হার এবং জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী নিপোর্ট-**এর** নিয়মিত প্রশিক্ষণসমূহে রিসোর্স পারসন সম্মানি, প্রশিক্ষণার্থী ভাতাসহ প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

খ) অনুমোদিত MOU/LOC অনুসারে প্রত্যাশি সংস্থার অর্থায়নের ক্ষেত্রে সম্মানি, প্রশিক্ষণ ভাতা ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ ব্যয় ভিন্ন হবে। এক্ষেত্রে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।

## ২৬। প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন

ক) প্রশিক্ষণের প্রত্যাশিত ফলাফল যাচাইয়ের লক্ষ্যে 'প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নির্দেশিকা' প্রণয়ন করতে হবে। এ নির্দেশিকায় প্রশিক্ষণ কারিকুলাম/মডিউল, প্রশিক্ষণার্থী ও রিসোর্স পারসন মূল্যায়নসহ সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়ন এবং অন্যান্য **প্রয়োজনীয়** বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। প্রশিক্ষণের প্রত্যাশিত ফলাফল যতদূর সম্ভব পরিমাপযোগ্য (measurable) ও যাচাইযোগ্য (verifiable) হতে হবে;

খ) প্রশিক্ষণ মূল্যায়নের ফলাফল বিশ্লেষণপূর্বক প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

গ) নিপোর্ট পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্স মূল্যায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন কমিটি থাকবে, যার গঠন ও কার্য পরিধি হবে নিম্নরূপ:

**প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন কমিটি:**

| ক্রম নং | পদ নাম ও প্রতিষ্ঠান | কমিটিতে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১. | মহাপরিচালক, নিপোর্ট | সভাপতি |
| ২. | প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | সদস্য |
| ৩. | প্রতিনিধি (উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৪. | কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, নিপোর্ট | সদস্য |
| ৫. | প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৬. | প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা), স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৭. | উপপরিচালক (ক্লিনিক্যাল প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য |
| ৮. | প্রতিনিধি (উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৯. | উর্ধ্বতন প্রশিক্ষক, নিপোর্ট-০১ জন | সদস্য |
| ১০. | উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য |
| ১১. | পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট | সদস্য-সচিব |

**কমিটির কার্যপরিধি:**

(১) কমিটি 'প্রশিক্ষণ কোর্স' মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 'প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন নির্দেশিকা' অনুসরণ করবে;

(২) কমিটি রিসোর্স পারসন মূল্যায়নপূর্বক প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণে দক্ষ ও যোগ্য প্রশিক্ষক/রিসোর্স পারসন-এর তালিকা সংরক্ষণ করবে এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষ নিকট প্রেরণ করবে;

(৩)কমিটি প্রশিক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে প্রশিক্ষণের উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে মতামত/পরামর্শ সম্বলিত 'প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রতিবেদন' যথাযথ যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবে।

২৭। **প্রশিক্ষণ মনিটরিং ও সুপারভিশন**

ক) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে মনিটরিং ও সুপারভিশনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্বাহী কমিটি প্রদত্ত প্রদত্ত সুপারিশ/মতামত বিবেচনায় নিতে হবে;

খ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং-এর জন্য মহাপরিচালক, নিপোর্ট এবং পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট কর্মকর্তা/টিম মনোনয়ন ও অনুমোদন করবেন।

গ) নিপোর্ট (প্রধান কার্যালয় ও আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ)-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং সুপারভিশনের জন্য কর্মকর্তাদের অধিক্ষেত্রভিত্তিক দায়িত্ব অর্পিত হবে;

ঘ) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং এবং সুপারভিশনের জন্য নির্ধারিত কৌশলগত পদ্ধতি [Mobile Monitoring Team (MMT), Mobile Training Team (MTT), সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ন, প্রতিবেদন বিশ্লেষণ, নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, Focus Group Discussion, Workshop, Survey] অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করবে এবং নির্ধারিত ফরমেটে প্রতিবেদন পরিচালক (প্রশিক্ষণ), নিপোর্ট বরাবর দাখিল করবেন;

ঙ) প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের বিভাগ, অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর, সংস্থা ও স্টেকহোল্ডার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং করে মহাপরিচালক, নিপোর্ট বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে পারবেন।

২৮। **নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি**

নিপোর্ট পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধিকতর গুণগতমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা বা সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে 'নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি' থাকবে, যার গঠন ও কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ:

**নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা কমিটি**

| ক্রম. নং | পদ নাম ও প্রতিষ্ঠান | কমিটিতে অবস্থান |
|---|---|---|
| ১. | সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | সভাপতি |
| ২. | মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৩. | মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৪. | মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৫. | মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৬. | প্রধান প্রকৌশলী, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর | সদস্য |
| ৭. | অতিরিক্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | সদস্য |
| ৮. | অতিরিক্ত সচিব, সিপিটি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ৯. | অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | সদস্য |
| ১০. | যুগ্মসচিব (বাজেট অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ | সদস্য |
| ১১. | যুগ্মসচিব (বাজেট), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় | সদস্য |
| ১২. | মহাপরিচালক, নিপোর্ট | সদস্য-সচিব |

**কমিটির কার্যপরিধি:**

(১) বছরে অন্তত একবার কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে;

(২) কমিটি নিপোর্ট পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অধিকতর গুণগত উন্নয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা বা সুপারিশ প্রদান করবে;

(৩) কমিটি নিপোর্ট-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যালোচনা করে একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও দাখিল করবে।

## চতুর্থ অধ্যায়
## বিবিধ

২৯। **অন্যান্য স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন**

নিপোর্ট স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রক্রিয়া নিম্নরূপভাবে অব্যাহত রাখবে:

ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রযুক্তি পারদর্শিতা ও তথ্যাবলির পারস্পরিকভাবে আদান প্রদান করতে হবে যাতে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে;

খ) পারস্পরিক উন্নয়নের জন্য পর্যাক্রমে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক পরিদর্শন এবং শিক্ষা সফর উৎসাহিত করা হবে;

গ) নিপোর্ট সমকক্ষ স্থানীয়/বিদেশি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে। তবে কোনো সমঝোতা স্মারক বা চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজন হলে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমতিক্রমে সম্পাদন করতে হবে।

৩০। **প্রশিক্ষণার্থীদের পালনীয় আচার-আচরণ**

নিপোর্ট পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পালনীয় আচার-আচরণ-এর আওতায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হবে:

ক) সরকার কর্তৃক সরকারি কর্মচারিদের জন্য প্রণীত আইন, বিধি-বিধান এবং নীতিমালা;
খ) নিপোর্ট কর্তৃক জারিকৃত প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত পালনীয় নির্দেশনা।

৩১। **আবাসিক ব্যবস্থা**

ক) নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় এবং এর আওতাধীন RPTI ও RTC-সমূহে অনুষ্ঠেয় সকল প্রশিক্ষণই হবে আবাসিক। তবে স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক হলে অবস্থান বাধ্যতামূলক হবে না;

খ) হোস্টেলে অবস্থানকালীন প্রশিক্ষণার্থীগণ নিপোর্ট নির্দেশিত নিয়মকানুন মেনে চলবেন।

৩২। **কারিকুলাম সহযোগী কার্যক্রম (Co-Curricula Activities)**

নিপোর্ট ও এর আওতাধীন RPTI এবং RTC-সমূহে আয়োজিত এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরাধীন FWTI (Family Welfare Training Institute)-এ মৌলিক, বুনিয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন Co-Curricula Activity-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, যা নিম্নরূপ:

ক) পাঠচক্র
খ) রচনা প্রতিযোগিতা ও প্রকাশনা
গ) বিতর্ক প্রতিযোগিতা
ঘ) কবিতা আবৃত্তি
ঙ) সংগীত
চ) অভিনয়
ছ) শরীরচর্চা
জ) খেলাধুলা
ঝ) শিক্ষা সফর
ঞ) অন্যান্য ।

৩৩। **ডেমনেস্ট্রেশন/সিমুলেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা**

নিপোর্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণসমূহের প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ব্যবহারিক জ্ঞানে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়সহ এর অধীন প্রতিটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং ইকুইপমেন্ট সমৃদ্ধ ডেমোনেস্ট্রেশন/সিমুলেশন ল্যাব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩৪। **অনলাইন প্রশিক্ষণ আয়োজন ও অংশগ্রহণ**

(ক) নিপোর্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ অনলাইনে আয়োজন ও অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে 'অনলাইন প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা ২০২১' প্রযোজ্য হবে;

খ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদন ক্রমে নতুন স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ বা আংশিক অনলাইনে পরিচালনা করা যাবে এবং প্রচলিত স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ আংশিক অনলাইনে রূপান্তরের মাধ্যমে পরিচালনা করা যাবে;

সচিব মহোদয়ের সদয় স্বাক্ষরের জন্য।

গ) স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে মধ্যমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের অংশ বিশেষ অনলাইনে আয়োজন করা যাবে। সে ক্ষেত্রে অনলাইনে আয়েজিত অংশ কোর্সের ১০ শতাংশের বেশি হবে না।

৩৫। **সার্টিফিকেশন ও এ্যাক্রেডিটেশন**

ক) প্রশিক্ষণ/কোর্স সফলভাবে সমাপনান্তে প্রশিক্ষণার্থীগণকে সনদ প্রদান করা হবে;

খ) প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মান অর্জনের জন্য নিপোর্ট Accreditation অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

গ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বিভাগ এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর, দপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থাসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান, প্রত্যাশী/সহযোগী সংস্থাসমূহের চাহিদার নিরিখে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উদ্ভুত বিষয়ভিত্তিক সার্টিফিকেট কোর্স পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৩৬। **প্রচার ও প্রকাশনা**

নিপোর্টের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম প্রচারের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার, নিউজ লেটার, নিপোর্ট বার্তা, ব্রুশিয়ার, নিপোর্ট জার্নাল, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হবে এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রকাশ করা হবে। প্রকাশনাসমূহ নিপোর্টের নিজস্ব ওয়েবসাইট এবং অনলাইন ভার্সনে প্রকাশ করা হবে। এছাড়া প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদিও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে।

৩৭। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ**

এই নীতিমালা প্রয়োগে কোনো জটিলতা দেখা দিলে অথবা নীতিমালার কোনো অংশ স্পষ্টীকরণের প্রয়োজন হলে নীতিমালায় উল্লেখিত বিধানসমূহের সামঞ্জস্য রেখে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত এবং জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ ও উচ্চশিক্ষা নীতিমালা, ২০২৩ প্রযোজ্য হবে।

৩৮। **অন্যান্য বিষয়াদি**

ক) প্রয়োজনে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে প্রশিক্ষণ নীতিমালার কোন অনুচ্ছেদ বিয়োজন, সংযোজন এবং প্রতিস্থাপন করা যাবে;

খ) এই নীতিমালার আওতাবহির্ভূত কোনো বিষয় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হলে মহাপরিচালক, নিপোর্ট তা প্রচলিত সরকারি নিয়ম ও বিধিবিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি করবেন।

(ডা: মো: সারোয়ার বারী)
সচিব
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

# নীতিমালায় ব্যবহৃত শব্দ-সংক্ষেপের পূর্ণরূপ

| | |
|---|---|
| AHI | : Assistant Health Inspector |
| CBT | : Competency Based Training |
| CHCP | : Community Health Care Provider |
| CS | : Civil Surgeon |
| DD (FP) | : Deputy Director- Family Planning |
| FPI | : Family Planning Inspector |
| FWA | : Family Welfare Assistant |
| FWTI | : Family Welfare Training Institute |
| FWV | : Family Welfare Visitor |
| HA | : Health Assistant |
| HI | : Health Inspector |
| LoC | : Letter of Collaboration; |
| MTT | : Mobile Training Team; |
| MoU | : Memorandum of Understanding; |
| MMT | : Mobile Monitoring Team. |
| NIPORT | : National Institute of Population Research & Training |
| NTP | : National Training Policy |
| RMO | : Residential Medical Officer |
| RPTI | : Regional Population Training Institute |
| RTC | : Regional Training Centre |
| SACMO | : Sub-Assistant Community Medical Officer |
| SI | : Sanitary Inspector |
| SSN | : Senior Staff Nurse |
| TOT | : Training of Trainer |
| TNA | :Training Need Assessment |
| UFPO | : Upazila Family Planning Officer |
| UHFPO | : Upazila Health & Family Planning Officer |